মেহেরপুরে সেনাবাহিনীর কর্মহীন অসহায় ব্যক্তিদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

মেহেরপুরের তিনটি উপজেলায় করোনা ভাইরাসে কর্মহীন অসহায় ব্যক্তিদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।
সেনাবাহিনী বগুড়া ৪০ ফিল্ড আর্টিলারি রেজিমেন্টের কমান্ডার লে. কর্নেল ফকরউদ্দিন মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ চত্বরে খাদ্য সামগ্রী বিতরণের মধ্য দিয়ে মেহেরপুর জেলায় খাদ্য সামগ্রী বিতরণের উদ্বোধন
করেন।
এ সময় মুজিবনগর উপজেলা নিবার্হী কর্মকর্তা মো: ওসমান গনি
সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এদিকে এর আগে ক্যাপটেন নাসির উদ্দিন উপস্থিত থেকে গাংনী উপজেলা পরিষদ চত্বরে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন।
ক্যাপ্টেন আরমানের নেতৃত্বে মেহেরপুর সদর উপজেলার বামনপাড়া ও মেহেরপুর পৌর এলাকার অসহায় দিনমজুরদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দেন। সেনাবাহিনীর অন্যান্য সদস্যরা এ সময়
সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

অসহায় মানুষের পাশে দৈনিক আমার সংবাদের সম্পাদক ও প্রকাশক হাশেম রেজা

অসহায় মানুষের পাশে দৈনিক আমার সংবাদের সম্পাদক ও প্রকাশক
হাশেম রেজা
কার্পাসডাঙ্গা প্রতিনিধি
চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা ও জীবন নগর উপজেলায় করোনা মহামারীর বর্তমান পরিস্থিতিতে অসহায় ওগরীব মানুষের মধ্যে নয় হাজার অসচ্ছল

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

গত ২৯ মার্চ থেকে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ কর্মসূচি শুরু হয়। তা এখনো অব্যাহত আছে। খাদ্যসামগ্রীর প্যাকেটে থাকছে চাল, ডাল, আলু, তেলসহ অতি প্রয়োজনীয় আরো কিছু খাদ্যদ্রব্য। প্রতিদিন কমপক্ষে ১০০ থেকে ২৫০ পরিবারকে এ খাদ্যসামগ্রী দেওয়া হচ্ছে। হতদরিদ্ররা পুলিশের একটি তথ্যফরম পূরণ করে পুলিশ সুপার কার্যালয়ে জমা দিলে রাতে পৌছে যাচ্ছে খাদ্যসামগ্রীর প্যাকেট। চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম খাদ্যসামগ্রী বিতরণে নেতৃত্ব
দিচ্ছেন।

চুয়াডাঙ্গার হাট-বাজারে মানুষের ভীড় বন্ধ হয়নি
চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি

জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে জেলাবাসিকে ঘরে থাকার অনুরোধ জানানো হলেও তা পুরোপুরি মানা হচ্ছে না।
হাট-বাজার গুলোতে মানুষের ভীড় থাকছে। মানুষ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য
কেনার অজুহাতে ঘরের বাইরে আসছে।
গতকাল শুক্রবার সকাল থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত কাচাবাজার ও মাছ মাংস
কেনার বাজার গুলোতে মানুষের ভীড় দেখা গেছে। গ্রাম এলাকা গুলোতে বিকেলের দিকে মানুষ বাইরে আসছে বেশি। মানুষকে ঘরে ফেরানোর
জন্য পুলিশকে রীতিমত অভিযান চালাতে দেখা গেছে।
জেলা প্রশাসনও প্রতিদিনই সরকারি নির্দেশ অমান্য করে বাইরে আসায় অনেককে জরিমানা করছে। মানুষের চলাচল কমানোর জন্য শহরের বিভিন্ন পাড়ায় পাড়ায় স্থানীয়ভাবে রাস্তায় বাঁশ বেঁধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়েছে।
অনেক গ্রামে ঢুকতে হলে সাবান পানি দিয়ে হাত ধুয়ে গ্রামে
ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে।

রাতে বাইরে বেরুনো নিষেধাজ্ঞা
সেই রাতেই চোর এসেছিল বাইরে
চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি
সন্ধ্যা ৬ টা থেকে সকাল ৬ টা পর্যন্ত ঘরের বাইরে আসা নিষেধ। নিষেধাজ্ঞা জারির রাতেই বাইরে আসে চোর। চুরি করে সদর উপজেলার দোস্ত বাজারের একটি মুদি দোকানে। দোকানের টিনের ছাউনি কেটে চোরেরা নগদ ১৪ হাজার টাকাসহ অর্ধলক্ষ টাকার মালামাল চুরি করে নিয়ে যায়।
বাজারের ব্যবসায়ীরা জানান, গভীর রাতে চুরির ঘটনা ঘটে। সকালে দেখা

যায়, দোকানের ছাউনির টিন কেটে চোরেরা নগদ টাকা, সিগারেট ও অন্যন্য মালামাল নিয়ে যায়। সকালে চুরির ঘটনা জানাজানি হয়। এলাকাবাসীর মতে, একজনের পক্ষে এ চুরি করা সম্ভব নয়। ধারণা করা হচ্ছে কয়েকজন এসে চুরি করে নিয়ে গেছে।
এ ব্যাপারে সদর উপজেলার হিজলগাড়ি পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ এস আই কিশোর কুমার দত্ত জানান, রাতে চুরির ঘটনা শুনেছেন। তবে, কারা এ ঘটনার সাথে জড়িত তা জানা যায়নি।
তিনি বলেন, সন্ধ্যা ৬ টার পর থেকে মানুষ বাইরে আসা বন্ধ করার ব্যাপারে
পুলিশি পদক্ষেপ শুরু করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় বৃদ্ধ পিতা ও ছোটভাইকে কুপিয়ে জখম: বড় ছেলে গ্রেফতার

বাড়ির উঠোনে ছাগল বাধাকে কেন্দ্র করে বাকবিতন্ডার জেরে বৃদ্ধ পিতা
ও ছোট ভাইকে উপর্যুপরি কুপিয়ে জখম করেছে মোকতার আলী নামের
এক পাষণ্ড।
চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার চণ্ডিপুর গ্রামে গতকাল শুক্রবার সকালে এ ঘটনা ঘটে। বৃদ্ধি পিতা আবদুল আজিজ মোল্লা ও ছোট ভাই মতিয়ার রহমানকে গুরুতর জখম অবস্থায় চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অভিযুক্ত মোকতার আলীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
পুলিশ ও এলাকাসূত্রে জানা গেছে, গতকাল শুক্রবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে বড় ছেলে মোক্তার আলী তার একটা ছাগল উঠোনের একটি চারাগাছের গোড়ায় বাঁধতে যায়। এ সময় বৃদ্ধ পিতা আবদুল আজিজ মোল্লা (৭৫) ছাগলটিকে গাছের গোড়ায় না বেঁধে অন্য স্থানে বাঁধতে বলেন। কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে ঘরে বসে থাকা বৃদ্ধ পিতার ওপর ধারালো দা নিয়ে হামলে পড়ে মোকতার আলী। উপর্যুপরি কুপিয়ে জখম করার সময় ছোট ভাই মতিয়ার রহমান (৩৫) ঠেকাতে গেলে তাকেও কুপিয়ে জখম করে সে।

প্রতিবেশীরা পিতা আবদুল আজিজ মোল্লা ও ছেলে মতিয়ার রহমানকে রক্তাক্ত জখম অবস্থায় চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করেন। চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ওসি আবু জিহাদ খান বলেন, ‘অভিযুক্ত মোকতার আলীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। থানায় মামলার প্রক্রিয়া চলছে।’

কুষ্টিয়ায় ইবি ছাত্রলীগের ফ্রি সবজি বিতরণ

সাধারন ছুটিতে আয় বন্ধ হয়ে মানবেতর জীবন যাপন করা দিনমুজুর, শ্রমিক ও নি¤œ আয়ের মানুষের মাঝে ২য় পর্যায়ে ফ্রি সবজি বিতরণ করেছে ইবি ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা।
গতকাল শুক্রবার সকাল ১১টায় কুষ্টিয়া শহরের সাদ্দাম বাজার মোড়ে ইবি
ছাত্রলীগ নেতা মিজানুর রহমান লালন ও ফয়সাল সিদ্দিক আরাফাতের

নেতৃত্বে একদল কর্মী ভ্রাম্যমাণ ফ্রি সবজী বিতরণ কর্মসুচীতে যোগদেন।
তারা সেখানে সামাজিক দুরুত্ব মেনে সাধারন মানুষের হাতে নানা
পদের সবজি তুলে দেন। সেখানেও সবজি সংগ্রহ করে সাধারণ লোকজন। সবজির মধ্যে ছিল লাউ, লাল শাক, মিষ্টি কমুড়া, শসা ও বাধাকপি। কয়েক
শত মানুষ এসব সবজি পেয়ে কৃতজ্ঞতা জানায়।
এ বিষয়ে ইবি শাখা ছাত্রলীগের সাবেক ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক শেখ মিজানুর রহমান লালন বলেন, করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে মানুষকে নিরাপদ রাখার ল¶◌্যে দেশে
লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে। লকডাউনের কারণে সমাজের অসহায়
মানুষদের যেন না খেয়ে থাকতে হয়। সেজন্য অসহায় মানুষের সেবাই
আমরা ইবি ছাত্রলীগের সাধারণ কর্মীরা দ্বিতীয় বারের মতো বিনামূল্যে
সবজি বিতরণ করছি।

মানুষ বাঁচলে টিকে থাকবে মানবতা উল্লেখ করে লালন আরও বলেন, কর্মহীন হয়ে পড়া এসব দিনমজুর অসহায় মানুষদের মাঝে চাল ডাল তেল সামগ্রী বিতরণ করলেও আমরা কুষ্টিয়াতে এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছি ফ্রী সবজী দেওয়ার।
এরআগে গেলো সোমবার শহরের বিভিন্ন স্পটে ৮০ মন সবজি বিতরণ
করা হয়। এতে করে খেটে খাওয়া মানুষের কিছুটা হলেও উপকারে আসছে। আসুন আমরা সবাই মিলে খেটে খাওয়া অসহায় হত দরিদ্র মানুষের
পাঁশে দাঁড়ায়।
এর আগে ইবি ছাত্রলীগের নেতা লালন ও আরাফাতের নেতৃত্বে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে হ্যান্ড স্যানিটাইজার হাত ধোয়ার সাবান সচেতনতা মূলোক প্রচার পত্র এবং বিভিন্ন দোকানিদের মাঝে হ্যান্ড গ্লাভস বিতরণ করেন।
এসময় ছাত্রলীগের কর্মী পল্লব, মামুন জামিল শেখ সহ স্থানীয়রা উপস্থিত
ছিলেন।

কুষ্টিয়ায় বিএটিবির অফিস খোলা: চলছে তামাক ক্রয়-বিক্রয়

সারা পৃথিবী যখন ভয়াবহ করোনা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে হিমশিম খাচ্ছে সেখানে সরকারি নির্দেশ অমান্য করে অফিস খোলা রাখাসহ তামাক ক্রয় বিক্রয় করছে কুষ্টিয়ায় ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো (বিএটিবি)।
কুষ্টিয়ায় ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো (বিএটিবি)◌্#৩৯; জগতি চেচুয়া লীফ রিজিওন অফিসে খোলা থাকায় অনেক মানুষের সমাগম হচ্ছে।
একটি বিশ্বস্তসুত্রে জানা গেছে, শিল্পমন্ত্রনালয় থেকে একটা অনুমোদন নিয়েছে কেবল অফিস খোলা রাখা ও সহায়তা করার জন্য। অথচ এ সুযোগ কে কাজে লাগিয়ে তারা (বিএটিবি) রীতিমতো তামাক
ক্রয় করে চলেছে প্রতিনিয়ত।
শিল্প মন্ত্রনালয়ের উপসচিব মোখলেছুর রহমান আকন্দ ¯^◌া¶রিত গত ৩ এপ্রিল এর অনুমোদন দেয়।

প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসের বিস্তার রোধে সরকার দেশের সব সরকারি-বেসরকারি অফিস ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেছে। কিন্তু তা উপেক্ষা করে অফিস কার্যক্রম পরিচালনা করছে বিএটিবি টোব্যাকোর কর্মকর্তারাসহ সেখানকার কর্মীদের নিয়ে রীতিমতো জনসমাগম সৃষ্টি করেন। ফলে করোনা ভাইরাস বিস্তারের শঙ্কা দেখা দিলেও সেদিকে কোন তোয়াক্কা করছেন কতৃপক্ষ। সাফের নির্বাহী পরিচালক মীর আব্দুর রাজ্জাক বলেন, বিএটিবি টোব্যাকো সরকারি আদেশ-নির্দেশ না মেনে কার্যক্রম পরিচালনা করে। তারা অবৈধ তামাক পণ্যের বিজ্ঞাপন প্রদর্শনও করছে। তাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানান তিনি।

মেহেরপুর প্রতিদিন’র সাংবাদিক পারভেজ আহত

মেহেরপুর প্রতিদিন’র সাংবাদিক পারভেজ সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন।

গতকাল শুক্রবার রাত ৯ টার দিকে মেহেরপুর পুরাতন বাসস্টান্ড সংলগ্ন বিআরটিসি টিকেট কাউন্টারের সামনে মুখোমুখি মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন।

এতে তার ব্যবহৃত মোটরসাইকেল টি মারাত্বক ভাবে দুমড়ে মুচড়ে যায়।

‘মেহেরপুর প্রতিদিন’ পরিবারের পক্ষ থেকে তার দ্রুত সুস্থতা কামনা করা হয়েছে।

রাতের আধারে খাবার পৌঁছে দিচ্ছেন মেহেরপুর পৌর মেয়র

করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব ঠেকাতে মেহেরপুর পৌরসভার উদ্যোগে পৌরসভার কর্মহীন মানুষের বাড়িতে বাড়িতে রাতের আধারে খাবার সামগ্রী পৌছে দিচ্ছেন পৌর মেয়র মাহাফুজুর রহমান রিটন।

প্রতিদিন রাতে একেকটি ওয়ার্ডের কর্মহীন পরিবারগুলোর বাড়ি বাড়ি গিয়ে খাবার সামগ্রী তুলে দিচ্ছেন। গতকাল শুক্রবার রাতে ১ নং ওয়ার্ডে ৩৫০ টি পরিবারে খাদ্য পৌঁছে দিয়েছেন।

এসময় পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন বলেন, আমার পৌর এলাকায় কেউ না খেয়ে অনাহারে থাকবে না। পৌরসভা সকল অসহায় কর্মহীন মানুষের পাশে থাকব আমি। সরকারের পাশাপাশি আমরা আপনার বাড়িতে পৌছে দেব খাবার সামগ্রী।

এসময় উপস্থিত ছিলেন পৌর কাউন্সিলর আব্দুল্লাহ আল মামুন, শাকিল রাব্বি ইভান, সৈয়দ আবু আব্দুল্লাহ বাপ্পি, যুবলীগ নেতা সোহেল রানা, শেখ সরাফত, শাহজাহান আলী, প্রমুখ।

মুজিবনগর সংগ্রাম কমিটির সভাপতি এখনো পাননি মুক্তিযোদ্ধা সনদ

মোমিন চৌধুরী মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার ভবেরপাড়া গ্রামের উজ্জল নক্ষত্রের নাম। ১৯৭১ সালের প্রথম অস্থায়ী সরকার গঠন হওয়ার সময় মুক্তিযুদ্ধকালীন মুজিবনগর সংগ্রাম কমিটির সভাপতি। মুজিবনগর দিবস সহ মুক্তিযুদ্ধের সাক্ষী হয়ে ৮০ পেরিয়েছেন।

স্বাধীনতার সূতিকাগার মুজিবনগর ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিন কে দেওয়া বিশেষ সাক্ষাতকার-

মে.প্র: আপনি কেমন আছেন?
মোমিন চৌধুরী: আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তবে বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে একটু আতঙ্কে আছি। সেই সাথে আফসোস হচ্ছে করোনা পরিস্থিতে এবার মুজিবনগর দিবসে অনাড়াম্বের কারনে।

মে.প্র: সংগ্রাম কমিটি গঠন সম্পর্কে কিছু বলেন?
মোমিন চৌধুরী: ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর ভাষনের পর আওয়ামীলীগের নেতৃত্বে ১০/১১ মার্চ ১৯৭১ তারিখে মরহুম ছহি উদ্দিনের অনুমতি নিয়ে ভবরপাড়া গ্রামে আমরা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করি। এদিকে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করার পর মার্চ মাসে বর্ডারের অবস্থা সেরকম ভয়াভহ না থাকায় ইন্ডিয়া থেকে লোকজন আসতো। একই সাথে যুদ্ধ হচ্ছিলো। ইন্ডিয়া থেকে কিছু ঔষধপত্র, গোলাবারুদ এগুলো কিছু মানুষ এসে আমাদের অফিসে দিয়ে যেত। পরে ওগুলো আমরা আমাদের অফিস থেকে মেহেরপুর অফিসে পৌছায়ে দিতাম। এরপর ২৬ই মার্চ ইপিআর ক্যাম্পে থাকা পাকিস্থানের পতাকা নামিয়ে আমরা বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করি। পতাকা তোলার পর ২৮ই মার্চ থেকে ইপিআরক্যাস্প এখান থেকে চলে যায় চুয়াডাঙ্গাতে। ক্যাম্প চলে যাওয়ার পর আনসার সদস্যরা এখানে থাকে । আমরা তাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যাবস্থা করে দিই।

মে.প্র: ১৭ই এপ্রিলের আগের কিছু ঘটনা বলেন?
মোমিন চৌধুরী: ১৫ এপ্রিল আনুমানিক বিকাল ৪টা। আমি আর আমার সহকারী সুশিল মল্লিক বৈদ্যনাথতলা রাস্তায় ঘোরাফেরা করার সময় হঠাৎ ইন্ডিয়া থেকে দুইজন লোক এসে রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে আমাদের কাছে জিজ্ঞাসা করলো তোমরা কারা? তখন আমরা বললাম আমরা সংগ্রাম পরিষদের লোক, ভারত থেকে আসা বিভিন্ন সামগ্রী আসলে সেগুলো আমরা নিয়ে ক্যাম্পে পৌছায়ে দিই। পরে তিনারা আমাদের নাম জানতে চাইলে আমরা নাম বলে দিই। তারপর তারা বললেন, তোমাদের এখানে বৈদ্যনাথতলা কোথায় আছে।

তখন আমরা বলললাম বৈদ্যনাথতলা তো এইটা। তখন তারা বৈদ্যনাথতলার বাগান দেখতে চাইলে আমরা তাদের বাগান দেখাইয়ে দিলাম। এমন সময় তাদের ভিতর থেকে শুশিল কুমার নামের একজন লোক পরিচয় করায় দিলো ক্যাপ্টেন মুনসুর নামের সেনা সদস্যের সাথে। তারপর তারা আমাদেরকে বললো এখানে একটা ছোট সভা হবে। আপনারা জায়গাটা একটু পরিষ্কার করে কিছু দেবদারু গাছের পাতার একটা গেট ও কিছু চৌকি দিয়ে একটি স্টেজ তৈরি করে দিয়েন। তারপর তারা আমাদের এখানে ইপিআর ক্যাম্পে থাকলো। আমরা তাদের কথামত ১৬ এপ্রিল একটা গেট ও স্টেজ তৈরি করে ফেললাম। গেটের একপাশে লিখে দিলাম ওয়েলকাম ও আরেকপাশে লিখে দিলাম

স্বাগতম।

মে.প্র: আপনার দেখা প্রথম ১৭ই এপ্রিল সম্পর্কে কিছু বলেন?
মোমিন চৌধুরী: মুজিবনগরে ইপিআর নামের একটি ক্যাম্প ছিলো। সংগ্রাম কমিটি গঠনের পর সেই ক্যাম্পে আনসার সদস্যরা থাকতো। তাদের সাথে আমরাও থাকতাম। ইন্ডিয়ায় থেকে যেসব মালামাল আসতো সেগুলো আমরা মেহেরপুর অফিসে পৌছায়ে দিতাম।
সে দিন ছিল ১৭ই এপ্রিল ভোর রাত। আমরা সকলে একসাথে বসে আছি। হঠাৎ দেখি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহম্মেদ, মুস্তাক আহম্মেদ, ইউসুফ আলী, কর্নেল এম এ জি উসমানীসহ কয়েকজন মানুষ মুজিবনগরে আসেন।

এদিকে ১৭ ই এপ্রিল সভা করার জন্য সকল ব্যাবস্থা সম্পন্ন। সবাই তখন মঞ্চে উপস্থিত হল। এসময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি ও সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপ-রাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দীন আহমদ কে প্রধানমন্ত্রী করে সরকার গঠন করা হয়। এছাড়াও ক্যাপ্টেন এম মুনসুর আলীকে অর্থ, শিল্প ও বানিজ্য মন্ত্রনালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এ এইচ কামরুজ্জামান কে স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ, পুনর্বাসন ও কৃষি মন্ত্রীর দায়িত্ব দেওয়া হয়। বাংলার মীর জাফর নামে পরিচিত খন্দকার মুস্তাককে দেওয়া পররাষ্ট্র মন্ত্রীর দায়িত্ব।

হাজার হাজার উপস্থিত জনগনের সামনে ইউসুফ আলী প্রথম অস্থায়ী সরকারের শপথ বাক্য পাঠ করান। সভা শেষ করার পর যখন তারা চলে যাবে এমন সময় আমাদের কয়েকজন আনসার সদস্যরা গার্ড অব অনার প্রদান করে তাদের বিদায় দেয়।

মে.প্র: তৎকালিন সময়ে মেহেরপুরের আর কোন কোন নেতাকর্মী সেখানে ছিল? আপনার জানা আছে কি না?
মোমিন চৌধুরী: মেহেরপুরে বর্তমানে যারা রাজনিতি করছে তাদের ভিতর ঐ সময় কেউই উপস্থিত ছিলো না।

মে.প্র: নিজের সম্পর্কে কিছু বলেন?

মোমিন চৌধুরী: নিজের সম্পর্কে বলার কিছু নেই। স্বাধিনতার এতো বছর পরেও মুক্তিযোদ্ধার খাতায় আমার নাম নেই। মুক্তিযোদ্ধার জন্য দরখাস্ত করেছি। শুনেছি নাকি যাচাই- বাছাই পর্যায়ে আছে। জানিনা কি করলে নাম উঠবে। হয়তো এ জন্মে আর হবে না।

তবে আমার নিজের কাছে এই ভেবে ভালো লাগে দেশের স্বাধিনতার জন্য

একটু হলেও আমি মোমিন চৌধুরী কাজ করেছি। এটাই আমার কাছে বড় পাওনা। ৮২ বছর পার করে ফেলেছি,হয়তো আর কিছু সময়..। ২ ছেলে ৩ মেয়েকে নিয়েই ভালোই যাচ্ছে সময়।

মেহেরপুরে আইসোলেশনে থাকা ব্যক্তির করোনা নেগেটিভ

মেহেরপুরে গত ২৪ ঘন্টায় কোন করোনা আক্রান্ত রোগী সনাক্ত হয়নি। এ পর্যন্ত মেহেরপুর জেলা করোনা মুক্ত বলে জানান মেহেরপুর সিভিল সার্জন।

গতকাল শুক্রবার করোনা সন্দেহে নমুনা পাঠানো হয়েছে ১৩ জন সহ মোট ২৭২ জনের। গতকাল ফলাফল এসেছে ১ জনের আইসোলেশনে থাকা ব্যক্তির তারও করোনা নেগেটিভ।

এর আগে রিপোর্ট এসেছিল ১০৬ জনের মোট মেহেরপুর জেলায় ১০৭ জনের করোনা রিপোর্ট এসেছে এদের প্রত্যেকের করোনা নেগেটিভ।

পর্যন্ত হোম কোয়ারেন্টাইনে আছে ৩০৫ জন, প্রাতিষ্ঠানিকে ১৭ জন। আইসোলেশনে একমাত্র রোগীটি করোনা মুক্ত।

মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেন।